যুগান্তর

তারিখ : 03 MAR 2014
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

অতীশ দীপঙ্কর ভার্সিটি নিয়ে দ্বন্দ্বের অবসান

যুগান্তর রিপোর্ট

অবৈধ ক্যাম্পাস বন্ধ এবং দুই বছরের মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে গমনসহ চার শর্তে অতীশ দীপংকর বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘ অর্ধযুগের মালিকানা দ্বন্দ্ব নিরসন করে দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। রোববার দুপুরে এ লক্ষ্যে ইউজিসিতেই সমঝোতা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে মধ্যস্থতা করেন ইউজিসির সদস্য (বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়) অধ্যাপক ড. আতফুল হাই শিবলি। বৈঠক শেষে অধ্যাপক শিবলি যুগান্তরকে জানান, বিশ্ববিদ্যালয়টির মূল ক্যাম্পাসের বাইরে চারটি ক্যাম্পাস রয়েছে। সেগুলোর সবই বর্তমানে অবৈধ। পল্টন শাখাসহ চারটি ক্যাম্পাসই বন্ধ করে দিতে হবে। সেগুলো আসন্ন যে সেমিস্টারে শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে না। এর বাইরে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে হবে, অনতিবিলম্বে নতুন আইনের অধীনে ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করে ভিসি, প্রোভিসি ও কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়টির ট্রাস্টি গোলাম সারোয়ার কবির জানান, শুধু পল্টন ক্যাম্পাসে শর্তসাপেক্ষে ভর্তি চালু রাখা যাবে। কেননা, সেটি অনুমোদন রয়েছে। তবে এ ব্যাপারে ড. শিবলি বলেছেন, অনুমোদন কখনও নেয়া হলেও এখন তার আর বৈধতা নেই। সবই বন্ধ করে দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়টি উত্তরা, পান্থপথ, মিরপুর ও পল্টনে চারটি ক্যাম্পাস রয়েছে। এগুলোতে আসন্ন যে সেমিস্টারে শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ থাকবে। এ ব্যাপারে ইউজিসি চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী) অধ্যাপক ড. একে আজাদ চৌধুরী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা ভিসি ও চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আনোয়ারা বেগমের নেতৃত্বে সবাই মিলে একটি নতুন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ গঠন করে বিশ্ববিদ্যালয়টি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবেন।